টোকিওতে বৈশাখী মেলা

টোকিও (জাপান) থেকে শরাফুল ইসলাম :

জাপানের টোকিওতে গত ১৯ এপ্রিল দিনব্যাপী প্রবাসী বাঙালি ও জাপানিরা উদযাপন করলো দশম টোকিও বৈশাখী মেলা। টোকিও শহীদ মিনার পার্কে বেলা ১১টায় জাপান-বাংলাদেশ সোসাইটি আয়োজিত এ মেলার উদ্বোধন করেন মানবাধিকার সংস্থা এশিয়ান পিপলস ফ্রেন্ডশিপ সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা মি. কাতসুও ইয়োশিনারি।

এই বৈশাখী মেলাকে কেন্দ্র করেই টোকিওর প্রাণকেন্দ্র ইকেবুকুরো নিশিগুচি কোয়েবে শহীদ মিনার নির্মাণের অনুমতি দিয়েছিল জাপান সরকার। প্রথম টোকিও বৈশাখী মেলা হাতেগোনা কয়েকজন প্রবাসী বাংলাদেশীর প্রচেষ্টায় শুর" হলেও পর্যায়ক্রমে এটি আজ বিশাল বাঙালি উৎসবে পরিণত হয়েছে। গত ১৯ এপ্রিল মেলায় মানুষের ঢল নেমেছিল। হাজার হাজার প্রবাসী বাঙালি ও জাপানির অংশগ্রহণে টোকিও শহীদ মিনার এলাকা বাঙালি সংস্কৃতির আবহে নেচে উঠেছিল।

দিনব্যাপী মেলায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠান সূচির মধ্যে ছিল– শিশুদের ছড়া, গান, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, মুক্ত মঞ্চে শৌখিন শিল্পীদের সঙ্গীত প্রতিযোগিতা, ফ্যাশন শো, জাপানিদের অংশগ্রহণে লোকনৃত্য, যন্ত্রসঙ্গীত, স্থানীয় বাংলাদেশীদের সংগঠন উত্তরণ বাংলাদেশ কালচারাল গ্র"প ও স্বরলিপি কালচারাল একাডেমির মনোজ্ঞ সঙ্গীতানুষ্ঠান, ঢাকা থেকে আগত ক্লোজআপ ওয়ান তারকা নিশিতা ও সাব্বিরের মন মাতানো পারফরমেন্স এবং দুজন বিশিষ্টজনকে দশম টোকিও বৈশাখী মেলা পদক প্রদান।

এসব অনুষ্ঠান উপভোগ করতে টোকিওর ইকেবুকুরো নিশিগুচি কোয়েবে স্থাপিত শহীদ মিনার পার্কের সীমানা ছাড়িয়ে ন্যাশনাল থিয়েটার ভবন পর্যন্ত মানুষের ভিড় বিস্তৃতি পায়। সহস্রাধিক জাপানিজও উপভোগ করে এই মেলা। বিস্তৃত শহীদ মিনার পার্কের চারদিকে বসে অর্ধশত খাবারের স্টল, বইয়ের স্টল, শাড়ি, কুটির শিল্প ও হস্তশিল্পের স্টল।

দশম টোকিও বৈশাখী মেলা পদক লাভ করেন ডা. হিছাকাজু দেগাওয়া (জাপান) ও শরাফুল ইসলাম (বাংলাদেশ)। মেলার প্রধান অতিথি বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত আশরাফ উদদৌলা পদক প্রদান করেন। মেলায় বিশেষ অতিথি ছিলেন– জাপান সংসদ সদস্য মি. কু সুকে ইতো, বাংলাদেশের প্রখ্যাত লেখক ইমদাদুল হক মিলন, তোশিমা সিটির সংস্কৃতি ও বাণিজ্য বিভাগের প্রধান মি. আকিরাতোজাওয়া এবং পর্যটন প্রধান মি. মাছায়োছি সাইকি। পদক প্রদান ও শুভে"ছা জ্ঞাপন পর্বে সভাপতিত্ব করেন জাপান-বাংলাদেশ সোসাইটির চেয়ারম্যান ড. ওসামু ওতসুবো। টোকিও বৈশাখী মেলার প্রধান সমন্বয়ক ছিলেন ড. আলিমুজ্জামান।